যুগান্তর

07 JAN 2015
8

প্রশ্ন ফাঁস—পরীক্ষায় পাস

প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে— ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। আগেও অনেকবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। একটা দেশকে ধ্বংস করার সহজ উপায় হল, সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য। এ বছরও কলুষিত, নোংরা কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তিলগ্নে শিশুদের আমরা কী উপহার দিচ্ছি? পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব দুর্নীতির সঙ্গে। তাদের তরল-মন 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের' দুর্নীতির মাধ্যমে কলুষিত হতে হতে একদিন দুর্নীতিপরায়ণতার দিকে ধাবিত হবে না— তার গ্যারান্টি কে দেবে? দেশকে ধ্বংস করতে পাকিস্তানিরা ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী নিধনের মাধ্যমে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে। আজ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদেরও দুর্নীতির কলুষিত আবরণে ধ্বংস করা হচ্ছে। এ অবস্থা বিরাজ করলে ফাইনাল পরীক্ষার প্রয়োজনটা কী?

নিজের ঘরে শত্রু রেখে যেভাবে শান্তির আশা করা নেহাত বোকামি; ঠিক তেমনি দেশে দুর্নীতিবাজ লোক থাকলে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যাবে না। কাজেই দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ ধনের নোংরা কাজের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা হলে আপনার-আমার সন্তান, ভাই বা, বোন সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল উপহার দেবে ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে দুর্নীতির হিংস্রদানবও তার মস্তিষ্কে বাসা বাঁধবে।

একথা তো সবার মানতেই হবে— শিশুরা যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সেই পরিবেশে সে অভ্যস্ত হয়। তবে কেন এমন নোংরা পরিবেশ তাদের উপহার দিচ্ছি? আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো মানুষ ছাড়া কেউ প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিকে মেনে নিতে পারবে না। আগের তুলনায় এখন বাংলাদেশে শিক্ষা পদ্ধতিসহ সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তারপরও কেন এ ধরনের বদহজম হচ্ছে? প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে শুধু একটি দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী নয়, বরং এর সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত। সঠিক তদন্ত কমিটির সুদৃষ্টিই পারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কলংকজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে। যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে না পারে, তবে দায়িত্বটা আমাদের দেয়া হোক। দেখি, আমরা পারি কিনা?

মো. মুজাক্কির হোসাইন সিদ্দিকী
অর্থনীতি বিভাগ
মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ